শায়খ বাংলা ভাইয়ের গডফাদার

কে • কারা • কোথায়

গোলাম মোর্তোজা ও আহসান কবির

কাফেরদের কাছে ধরা না দেয়ার হুমকি এবং আত্মাহুতির ঘোষণা দেয়ার পরও ঝিমানো মুরগির মতো শায়খ আবদুর রহমান আত্মসমর্পণ করেছে। ভন্ড এই মানুষটি কথিত ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তার অনুগতদের আত্মঘাতী হবার পরামর্শ দিতো। অথচ নিজে সেই কাজটি করে দেখাতে পারেনি। অনেকের মনে তাই প্রশ্ন জেগেছে, জঙ্গিবাদ কিংবা এ দেশে বোমা কালচারটাকে কুটির শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে আসার মূল লোকটি আবদুর রহমান কি না! যদি না হয়ে থাকে তাহলে মূল নেতা কারা? অবশ্য ময়মনসিংহ থেকে গ্রেপ্তার হবার আগে বাংলা ভাই পালানোর বা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। বোমা ছুঁড়েছে, গুলি করেছে। তার দাড়ি পুড়ে গেছে, হাত ঝলসে গেছে। এ কথা সত্য যে, সরকারের কোনো না কোনো মহল, নেতা বা মন্ত্রীর 'ছায়া সহযোগিতা' না পেলে আবদুর রহমান, বাংলা ভাই কিংবা মুফতি হান্নানদের দিনের পর দিন পালিয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। তাহলে কারা দিতো এদের শেল্টার?

কারা এদের গডফাদার? এই শেল্টারদাতা বা গডফাদাররা এখন কোথায়? তাদের এখনকার ভূমিকাই বা কী? প্রশ্নগুলো সারা দেশের মানুষের মনে। আলোচনা করছেন সবাই। আলোচনার নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হচ্ছে। বাংলা ভাইকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়ার অপরাধে শাস্তি হয়েছে একজন পুলিশ কর্মকর্তার। তার নাম মাসুদ মিয়া, এসপি। শাস্তি বলতে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু বরখাস্ত করা কি কোনো শাস্তি? জঙ্গি সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিয়ে দেশের ভাবমূর্তি যারা ধুলায় মিশিয়ে দিল, তার শাস্তি 'বরখাস্ত'! সাধারণ জনগণ অবাক হলেও সরকার এটাই করেছে। তার পরও বলা যায় তার কিছুটা শাস্তি হয়েছে। কিন্তু যারা রাজনীতি করেন তাদের কী হলো? যারা ছিলেন বাংলা ভাইয়ের মূল শেল্টারদাতা, তাদের বিরুদ্ধে তো কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। নেয়া হবে সে রকম সম্ভাবনাও খুবই কম বলেই মনে হচ্ছে।

দেশের মিডিয়া যখন এই জঙ্গিদের সামনে এনেছে, সরকার তখন প্রবলভাবে বিষয়টি অস্বীকার করেছে। সে কথা আমাদের সবারই জানা। এ কথাও জানা যে, সরকার তার ভুল স্বীকার করেছে, দেরিতে হলেও। শত সমালোচনা থাকলেও সরকার জঙ্গিবিরোধী অভিযান শুরু করেছে। সাফল্যও পাওয়া গেছে। জেএমবির অনেক নেতা-ক্যাডার গ্রেপ্তার

বাংলা ভাই এবং শায়খ আবদুর রহমানকে যারা শেল্টার দিয়েছে তারা সমাজের পরিচিত মুখ। এর বড় অংশটির অবস্থান ক্ষমতাসীন জোট সরকারের ভেতরে। সরকারের এই অংশটি প্রত্যক্ষভাবে এই জঙ্গি আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। অন্য অংশটি সমর্থন করেছে কৌশলে। এর মধ্যে প্রথমেই আসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নাম

হয়েছে। শায়খ আবদুর রহমান গ্রেপ্তার হয়েছে। গ্রেপ্তার হলো বাংলা ভাইও।

শায়খ আবদুর রহমান এবং বাংলা ভাইয়ের গ্রেপ্তার প্রক্রিয়ার জন্যে অবশ্যই প্রশংসা পেতে পারে সরকার। দারুণ কাজ করেছে র‍্যাব- এ কথাও আমরা স্বীকার করি। ক্ষমতাসীন জোট সরকারকে সাধুবাদ জানাই, জানাই অভিনন্দন। এই সাধুবাদ এবং অভিনন্দন সরকার এখন পর্যন্ত যে কাজ করেছে সে জন্যে। বাকি রয়ে গেছে অনেক কাজ। সেই কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে সরকারকে। যদি এই কাজগুলো সরকার করতে না পারে বা না করে তাহলে হতে হবে নিন্দিত।

আহত বাংলা ভাইকে র‍্যাব সদস্যরা ঢাকায় নিয়ে আসছে

বিরোধী দল বলছে সবই 'নাটক'। কিন্তু জনগণ এটা বিশ্বাস করতে চাইছে না, বিশ্বাস করছে না। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, অত্যন্ত ভুল রাজনীতি করছে বিরোধী দল, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ। এতো অভিজ্ঞ একটি রাজনৈতিক দল খুবই অনভিজ্ঞ রাজনীতি করছে। সরকারের জন্যে যা কাজ করছে প্লাস পয়েন্ট হিসেবে। কিন্তু সরকার যদি পরবর্তী কাজগুলো সুচারুরূপে না করে, তাহলে সব মানুষ না হলেও বড় একটা অংশ 'নাটক' হিসেবে ভাবতেও পারে। যাতে সামগ্রিক কর্মকান্ড 'নাটক' হিসেবে মনে না হয়, এর জন্যে সরকারকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো 'গডফাদার' সন্ধান করা। এটা অবশ্য সন্ধান করারও কিছু নেই। মোটামুটি স্পষ্টই সবকিছু।

বাংলা ভাই এবং শায়খ আবদুর রহমানকে যারা শেল্টার দিয়েছে তারা সমাজের পরিচিত মুখ। এর বড় অংশটির অবস্থান ক্ষমতাসীন জোট সরকারের ভেতরে। সরকারের এই অংশটি প্রত্যক্ষভাবে এই জঙ্গি আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। অন্য অংশটি সমর্থন করেছে কৌশলে। এর মধ্যে প্রথমেই আসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নাম। বাংলা ভাইয়ের চরম আস্ফালনের সময় জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলেছে, 'এসব মিডিয়ার সৃষ্টি, বাংলা ভাই বলে কেউ নেই।'

নিজামীর মতো একজন চতুর স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তি কেন এমন কথা বলল? সে কী বাংলা ভাইয়ের বিষয়টি জানতো না?

এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। সে যা বলেছে সব জেনে-শুনেই বলেছে। বাংলা ভাইকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং আড়াল করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। জামায়াত যে এই জঙ্গি আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক তার প্রমাণ, জেএমবির ধরা পড়া সদস্যদের বেশির ভাগই জামায়াত-শিবিরের সাবেক কর্মী। যদিও বলা হয় সাবেক, আসলে সাবেক কি না সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে। ধারণা করা হয়, এরা জামায়াত-শিবিরে থেকেই জেএমবির কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়েছে। জঙ্গি নেতা গালিবের সঙ্গে জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সম্পর্কও প্রমাণ করে অনেক কিছু। এটা আসলে জামায়াতের কৌশলের রাজনীতি। বুঝে অথবা না বুঝে জামায়াতের এই কৌশলের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, করছে বিএনপি।

গ্রেপ্তার হওয়ার পর শায়খ রহমানের বাসা থেকে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে পাওয়া গেছে গোলাম আযম এবং মওদুদীর বই।

সে দিন কেন ছাড়া হয়েছিল বাংলা ভাইকে

১৪ আগস্ট ২০০৩। রাত আড়াইটায় জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল থানার উত্তর মহেশপুর গ্রামে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ আস্তানা জনৈক মনতেজারের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। জয়পুরহাট থানার ওসি ইকবাল সফি এবং ক্ষেতলাল থানার ওসি নূরুল হকসহ একজন এসআই, একজন এএসআই ও ১০-১২ জন কনস্টেবলের সমন্বয়ে অভিযানটি পরিচালিত হয়। অভিযান চলে প্রায় ২-৩ ঘন্টা। মনতেজারের বাড়ির চারদিক ঘেরাও করা হয়। এক পর্যায়ে জঙ্গি ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এ ঘটনায় সারা দেশ থেকে আগত দেড়-দুইশ' জঙ্গির মধ্যে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই অপারেশনে বাংলা ভাইও ছিলো, তবে তাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। সে পালিয়ে যায়। মনতেজারও পালিয়ে যায়। জানা যায়, সে আফগান যুদ্ধ ফেরত। এই অপারেশনের ঘটনা ওসি নুরুল হক এড়িয়ে থাকেন। অন্যদিকে ওসি ইকবাল সফি জঙ্গিদের আক্রমণে আহত হন। তার বেতার যন্ত্র জঙ্গিরা কেড়ে নেয়। পুলিশ টিমে থাকা এসআই বাদী হয়ে গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে ক্ষেতলাল থানায় মামলা করেন। এ ঘটনায় ১৯ জনের মধ্যে জঙ্গি নেতা শায়খ আবদুর রহমানের ভাই আতাউর রহমান সানি, জামাতা আব্দুল আউয়াল এবং দিনাজপুর জেলার বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাত জঙ্গি আনোয়ার সাদাতসহ আরো অনেক জঙ্গি নেতা ধরা পড়ে। মামলাটির তদন্তভার প্রথমে ওসি নুরুল হকের ওপর ন্যস্ত করা হয়। দু-তিন দিন পর তা জয়পুরহাটের ডিবি ইন্সপেক্টরের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এ অপারেশনে ক্ষেতলাল থানায় ৬(৮)০৩ নম্বরে মামলা করা হয়। ঘটনাস্থল মনতেজারের বাড়ির আশপাশ থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় ৩ কনস্টেবলের ২টি শটগান লুণ্ঠিত হয়, যা আজও উদ্ধার করা হয়নি। অপারেশনের কয়েক দিন পর জঙ্গি নেতারা জয়পুরহাট জেলা কারাগারে অবস্থানের সময়ই পলাতক জঙ্গি সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাই জেল গেটে জঙ্গিদের সঙ্গে দেখা করতে এলে জয়পুরহাট পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। জঙ্গি নেতা বাংলা ভাইকে এটাই ছিল প্রথমবারের মতো গ্রেপ্তার। জয়পুরহাট থানায় জিডি নম্বর ৭৪৩ তাং ২০-০৯-২০০৩, ধারা ৫৪ কার্যবিধি আইনে কোর্টে সোপর্দ করা হয়। তাকে মূল মামলায় গ্রেপ্তার না করে অদৃশ্য শক্তির বলে কার্যবিধি ৫৪ ধারার দায় থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়। বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের পর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সার্বিকভাবে দায়িত্ব পান জয়পুরহাটের পুলিশ সুপার আব্দুল জলিলের নির্দেশে ডিবি ইন্সপেক্টর আব্দুর রহিম ও এসআই মাহবুব আলম।

মূল মামলায় গ্রেপ্তার না করায় ৫৪ ধারা থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয় বাংলা ভাইকে। অন্যান্য জঙ্গি নেতাও একের পর এক জামিন পেতে থাকে অদৃশ্য শক্তির ইশারায়।

প্রথমবারের মতো বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করা হলেও তাকে শাস্তি দেয়া হয়নি। আটকে রাখা যায়নি। কিন্তু কেন 'হয়নি' কেন 'যায়নি' সে প্রশ্ন ছিল সবার। জানা গিয়েছিল, মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে সে দিন ছেড়ে দেয়া হয়েছিল বাংলা ভাইসহ অন্য জঙ্গিদের। কাজ করেছিল রাজনৈতিক চাপও। সেই সময় থানার একজন পুলিশ অফিসার মামলাটি জোরালোভাবে দাঁড় করাতে চাইছিলেন। কিন্তু জয়পুরহাটের এসপির কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। উল্টো সেই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে নেয়া হয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। শাস্তি হয়নি পুলিশ সুপার আবদুল জলিলের। তার কাছে জানতেও চাওয়া হয়নি কেন সে দিন বাংলা ভাই বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হলো না? কেন ছেড়ে দেয়া হলো বাংলা ভাইকে।

সে দিন যদি বাংলা ভাইয়ের জঙ্গি বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হতো তাহলে আজকে এত বড় রঙতামাশা করতেই হতো না।

জব্বার হোসেন

জামায়াত নেতাদের এসব বই অবশ্যই প্রমাণ করে না যে শায়খ রহমান জামায়াত করে বা এই রাজনীতির সঙ্গে সে সম্পৃক্ত। কিন্তু প্রশ্ন তৈরি হয় তখন, যখন দেখা যায় মালামাল জব্দ তালিকায় গোলাম আযম, মওদুদীর বই নেই। পুলিশের জব্দ তালিকায় থাকে না শায়খ রহমানের ব্যবহৃত মোবাইল, প্রশ্ন দেখা দেয় তখন।

কাকে বা কাদেরকে বাঁচানোর জন্যে 'বই-মোবাইল' গায়েব করে দেয়া হলো? কে দেবে এই প্রশ্নের উত্তর?

অবশ্যই উত্তর দিতে হবে সরকারকে। ইসলামী ফাউন্ডেশন যারা পরিচালনা করেন, তাদের প্রায় সবাই জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে জেএমবি নেতা হাফেজ মাহমুদ। যার ফলে গ্রেপ্তার হয়েছে শায়খ রহমান। র‍্যাব সূত্রই প্রকাশ করেছে, ইসলামী ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরিতে নিয়মিত মিটিং করতো হাফেজ মাহমুদ। এর থেকে কি কিছুটাও প্রমাণ হয় না জেএমবির সঙ্গে জামায়াতের সম্পৃক্ততার বিষয়টি?

একটি সূত্র জানায়, জোট সরকারের বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে ঘেরাও অবস্থায় থেকে শায়খ রহমান কথা বলেছে। এর মধ্যে জায়ামাতের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার নাম রয়েছে বলে জানা যায়। সূত্রটি আমাদের জানিয়েছে, ইসলামী ঐক্যজোটের দুজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার সঙ্গেও কথা বলেছে শায়খ রহমান। আমরা স্বীকার করছি, এসব তথ্য মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব সরকারের। শায়খ রহমান তার মোবাইল ফোনে কার সঙ্গে কথা বলেছে, সেটা খুব সহজেই জানা সম্ভব। যদি কাজটি সরকার করে, তবে সত্যটা সামনে চলে আসবে। এই সত্যটা সামনে নিয়ে আসার সাহস কি সরকারের আছে? আছে খালেদা জিয়ার?

আমরা বিশ্বাস করতে চাই- আছে। কারণ তিনি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের প্রধান নির্বাহী। কিন্তু জামায়াতের ওপর অকারণে অতি নির্ভরশীল খালেদা জিয়া কাজটি করতে পারবেন বলে মনে হয় না। কাজটি করা হলে প্রমাণ হয়ে যাবে জঙ্গি শায়খ রহমানের সঙ্গে জামায়াতের সম্পৃক্ততার বিষয়টি। জড়িয়ে পড়বে সিলেট জামায়াতের স্থানীয় নেতারা। এই স্থানীয় জামায়াত নেতাদের শেল্টারে শায়খ রহমান অবস্থান করছিল সূর্য্যদীঘল বাড়ীতে। কারণ এলাকাটি জামায়াত অধ্যুষিত।

ঘেরাও অবস্থায় মোবাইল ফোনে শায়খ রহমানের কথা হয়েছিল র‍্যাবের সঙ্গেও। যদিও তথ্যটি র‍্যাব প্রকাশ করেনি, কিন্তু শায়খ রহমানের কথা থেকে বিষয়টি জানা গেছে। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে সে র‍্যাবের উদ্দেশে বলে, 'আপনাদের

আমিনী, শায়খুল হাদীসরা এক সময় বলতো, তালেবানরা তাদের আদর্শ। এখন বলছে, হামাসের মতো তারাও ক্ষমতায় যেতে পারে। এই ইসলামী ঐক্যজোটের ক্যাডাররা আফগানিস্তানে তালেবানদের পক্ষে যুদ্ধ করতেও গেছে। সাক্ষাৎকারে এ কথা স্বীকারও করেছে আজিজুল হকরা

সঙ্গে তো আমার কথা হয়েছিল ২৪ ঘণ্টা পর বের হবো। তার পরও আপনারা আমার বিদ্যুৎ, পানি... বন্ধ করলেন কেন?'

মোবাইলে শায়খ রহমানের সঙ্গে কথা বলে র‍্যাব নিশ্চয়ই কোনো অপরাধ করেনি। কিন্তু কথা যে হয়েছিল সেটা গোপন করার কারণ কী? কী কথা হয়েছিল, সেটা প্রকাশ করতে পারে র‍্যাব। ধরে নিলাম তদন্তের স্বার্থে সেটা র‍্যাব প্রকাশ করতে চাইছে না বা প্রকাশ করা উচিত হবে না। কিন্তু কথা যে হয়েছিল সেটা তো বলা যায়। গোপনীয়তা কেন? তবে কী যোগাযোগ হয়েছিল জামায়াতের কোনো নেতার মাধ্যমে?

শায়খ রহমানের সঙ্গে জামায়াতের সম্পৃক্ততার আরো একটি প্রমাণ ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন। ইসলামী ব্যাংক জামায়াতের সেটা সবাই জানে।

জোট সরকারের আরেকটি অংশ ইসলামী ঐক্যজোট। ইসলামী ঐক্যজোটের এক অংশের নেতা মুফতি ফজলুল হক আমিনী, অন্য অংশের নেতা শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক। আমিনী, শায়খুল হাদীসরা এক সময় বলতো, তালেবানরা তাদের আদর্শ। এখন বলছে, হামাসের মতো তারাও ক্ষমতায় যেতে পারে। এই ইসলামী ঐক্যজোটের ক্যাডাররা আফগানিস্তানে তালেবানদের পক্ষে যুদ্ধ করতেও গেছে। সাক্ষাৎকারে এ কথা স্বীকারও করেছে আজিজুল হকরা। এ কথা সাপ্তাহিক ২০০০ আগেই বলেছে, পরবর্তীতে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাও স্বীকার করেছে যে, আফগান ফেরত সেই সব ক্যাডারই দেশে ইসলামী জঙ্গি আন্দোলন শুরু করেছে। যেমন শায়খ আবদুর রহমান, মুফতি হান্নান।

মুফতি হান্নান গ্রেপ্তার হবার পর র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যদের জানিয়েছিল যে, ২০০১ সালের অক্টোবরে ক্ষমতা বদলের পর মাসিক মদিনা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিনকে ধরে সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর কাছে ক্ষমা পাওয়ার জন্য সে মার্সি পিটিশন দিয়েছিল। যদিও মাওলানা মহিউদ্দিন পরবর্তীতে বলেছে, এমন ঘটনা ঘটেনি। তবে সে এ কথা অস্বীকার করেনি যে মুফতি হান্নানকে চিনতো না। এও বলেছে, মুফতি হান্নান নাকি আফগানিস্তানে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় দারুণ সাহসী যোদ্ধা ছিলো। এই মুফতি হান্নানের সঙ্গে মাওলানা মহিউদ্দিনের মিটিং করার ছবিও প্রকাশ করেছে সাপ্তাহিক ২০০০। মাওলানা মহিউদ্দিনের পরিচিতি সে আমিনীর সহযোগী। ইসলামী ঐক্যজোটের সহসভাপতি। মুফতি হান্নান ও আবদুর রহমান গোপালগঞ্জে ২০০৫ সালেও কয়েকবার মিটিং করেছে। এ কথা সানি বলেছে পুলিশ ও র‍্যাবকে। মুফতি হান্নান ও শায়খ আবদুর রহমানকে অর্থ সাহায্য দিয়েছে এমন একটি এনজিওর নাম আল মারকাজুল ইসলামী। যার প্রধান হচ্ছে মুফতি শহীদুল ইসলাম। যতো দূর জানা যায়, ২০০০ সাল পর্যন্ত মুফতি শহীদুলের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। এরপর খিলাফত মজলিশের পক্ষে চারদলীয় জোট থেকে তাকে এমপি পদে মনোনয়ন দেয়া হয়। মুফতি হান্নান ধরা পড়ার পরপরই মুফতি শহীদুল ইসলাম এমপি ওমরাহ হজের নামে সৌদি আরব চলে যায়। ২০০৪ সালে খিলাফত মজলিশ শায়খুল হাদিস ও ইসহাক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেলে মুফতি হান্নানরা শায়খুল হাদিসের পক্ষ নিয়ে পুরানা পল্টনে তাদের পার্টি অফিস দখল করে রেখেছিল!

চট্টগ্রামের ঝাউতলা আহলে হাদিস মসজিদ ছিল আহলে হাদিসের ব্যানারে জঙ্গিদের যোগাযোগ কেন্দ্র। এই মসজিদ ক্যাম্পাসের কোয়ার্টারে বাংলা ভাই, শায়খ রহমানরা থাকতো, কর্মীদের সংগঠিত করতো। রাজশাহীর বাগমারা, নওগাঁর রানীনগর ও আত্রাইতে সর্বহারা দমনের নামে কে তাদের হায়ার করে নিয়ে গিয়েছিল? কোনো গোয়েন্দা সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় কী এটা হয়েছিল?

এনিয়ে কথা না বাড়ানোই বোধ করি ভালো। এ ছাড়া পুলিশের এসপি মাসুদ মিঞার কথা লেখার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। মাসুদ মিঞাকে এখন রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসা করা যায় না যে কার নির্দেশে সে এসব করেছিলো?

বিএনপি থেকে বেরিয়ে আসা এমপি আবু হেনা ডাক ও তার মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হকের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের প্রশ্রয় ও

লালন করার অভিযোগ এনেছিলেন। এই অভিযোগ বিভিন্ন দিক থেকেই উঠেছে। এ ছাড়া সাবেক নকশাল নেতা ও বর্তমানের গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির এবং ভূমি প্রতিমন্ত্রী রহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর কথাও উঠে এসেছে অনেক বার। এরা স্ব স্ব এলাকায় বাংলা ভাই ও শায়খ আবদুর রহমানকে প্রশ্রয় দিতেন, কথিত সর্বহারাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর 'চমৎকার' কৌশল এরা আবিষ্কার করেছিলেন!

বিভিন্ন পত্রিকা থেকে জানা গেছে কোনো না কোনো সময় রাজশাহীর মেয়র মিজানুর রহমান মিনু, এমপি নাদিম মোস্তফা ও আগে উল্লিখিত তিন মন্ত্রীর সঙ্গে শায়খ রহমান এবং বাংলা ভাইয়ের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে। যদি সত্যি হয়ে থাকে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে এইসব সহযোগীদের বিরুদ্ধে? শায়খ রহমান এবং বাংলা ভাইয়ের কাছ থেকে যদি সত্যি সত্যি তথ্য বের করা হয় তাহলে নতুন করে জানা যাবে এসব পুরনো গডফাদারদের নাম। কিন্তু তথ্য কী বের করা হবে? তথ্য বের হলেও সেটা কী জনগণ জানতে পারবে? শায়খ এবং বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব প্রশংসিত হয়েছে। লাভবান হয়েছে সরকারও। এই লেখায়ও সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছি। কিন্তু র‍্যাবের এই অভিযান এবং শায়খ রহমান, বাংলা ভাইয়ের গ্রেপ্তার... এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্নও তৈরি হয়েছে।

১. গ্রেপ্তার হওয়ার পর দেখা গেল শায়খ রহমান এবং বাংলা ভাই কোনো ছদ্মবেশ নেয়নি। চুল দাড়ি কিছুই কাটেনি। আত্মগোপনে থাকা জঙ্গি নেতা হিসেবে যা খুবই অস্বাভাবিক।

তাদেরকে ধরা হবে না এ রকম কোনো নিশ্চয়তা কী পেয়েছিল কোনো মহল থেকে?

২. আত্মগোপনে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম যারা করে, তারা কখনো স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে নিয়ে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যায় না। কিন্তু শায়খ বাংলা ভাই সব সময় এই কাজটি করেছে।

৩. শায়খ রহমান ঢাকা থেকে সিলেট গেছে প্রকাশ্যে দিনের বেলা সায়েদাবাদ থেকে বাসে। র‍্যাব পুলিশ এবং সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন তাহলে থাকেন কোথায়, করেনটা কী?

৪. বাংলা ভাই রাজশাহী থেকে কুষ্টিয়া, কুষ্টিয়া থেকে ময়মনসিংহ গেলেন কীভাবে? ধারণা করা হতে পারে গাড়ি করে রাতে গেছেন। সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে এখন অসংখ্য চেকপোস্ট। কারো চোখ বাংলা ভাইকে দেখলো না?

৫. র‍্যাব যখন সিলেটে সূর্যদীঘল বাড়িতে শায়খ আবদুর রহমানকে ঘেরাও করে রাখে তখন দেখা যায় অনেক র‍্যাব সদস্যদের গায়ে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট নেই। মাথায় নেই হেলমেট। র‍্যাব কী এতোটাই নিশ্চিত ছিল যে ভেতর থেকে গুলি, গ্রেনেড বা বোমা ছোঁড়া হবে না?

৬. র‍্যাব বাড়ির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেনি সংঘাত এড়ানোর জন্যে। তাহলে জানালার গ্রিল বা দরজা না ভেঙে ছাদ ফুটো করার সিদ্ধান্ত নেয়ার যৌক্তিকতা কী? ছাদ ফুটো করার সময় কী ভেতর থেকে বিস্ফোরণ ঘটানোর ভয় ছিল না?

৭. ছাদ ফুটো করে র‍্যাব যখন দেখলো যে কিছু একটা খাটের ওপর লেপ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। সেটা যদি বিস্ফোরক হয় তাহলে সূর্য্যদীঘল বাড়ীসহ আশপাশের দু'তিনটি বাড়ি উড়ে যেতে পারে। তারপরও র‍্যাব সদস্যরা ছাদের ওপর থাকলো কেন? র‍্যাব জানালা দিয়ে, দেয়াল ফুটো করে ঘরে পানি দিল, ছাদের ফুটো দিয়ে পানি দিয়ে বিস্ফোরক অকেজো করলো না কেন? এর জন্যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো কেন?

৮. শায়খ রহমান ঘরের ভেতরে কোথায় লুকিয়ে থাকলো যে কাঁদানে গ্যাসে তার প্রায় কিছুই হলো না?

৯. শায়খ রহমান গ্রেপ্তারের আগে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। র‍্যাব তাকে কথা বলতে দেয়নি। শায়খ গ্রেপ্তার হওয়ার পর বেশ কিছুটা সময় পেয়েছিল। ইচ্ছে করলে হাঁটতে হাঁটতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে পারতো। কিন্তু শায়খ কথা বলার কোনো চেষ্টা করেনি, যা বেশ রহস্যজনক।

হয়তো এই সবগুলো প্রশ্নের এক রকম করে জবাব দেয়া যায়। র‍্যাব সেই জবাব দিতে পারবেও। তারপরও প্রশ্নগুলো জনমন থেকে মুছে যাবে না। অতীতে অনেক কর্মকান্ড এসব প্রশ্ন মানুষের মনে স্থায়ী হয়ে থাকতে সাহায্য করে। মানবাধিকার গেল বলে সমালোচনা থাকলেও র‍্যাব ভালো কাজ করছে সেটা মানুষ বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই র‍্যাবও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে রেখেছে। যেমন বাংলা ভাইয়ের প্রধান সহযোগী মাহতাব খামারুকে গ্রেপ্তার করেও ছেড়ে দেয়া হয়। বাংলা ভাই বাহিনী যতগুলো হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তার প্রায় সবগুলোরই নেতৃত্বে ছিল খামারু। প্রতিমন্ত্রীসহ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো খামারু। সেই খামারুকে কেন র‍্যাব গ্রেপ্তার করেও ছেড়ে দিল? র‍্যাব বলে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

কী অদ্ভুত দুর্বল যুক্তিহীন যুক্তি!

র‍্যাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও দেশবাসীর আশা করার মতো জায়গাও তারা তৈরি করেছে।

যত প্রশ্নই থাকুক, সবচেয়ে বড় সত্য এটা যে, শায়খ এবং বাংলা ভাই গ্রেপ্তার হয়েছে। গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। এই গ্রেপ্তার দেশবাসীর প্রত্যাশিত ছিল।

মানবাধিকার গেল বলে আমরা চিৎকার করতে চাই না। আমরা কাজ দেখতে চাই, শান্তিতে বাঁচতে চাই। এটা সাধারণ জনমানুষের কথা। র‍্যাব এই কাজটি কিছুটা হলেও করতে পেরেছে। আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে প্রশ্নগুলো উঠেছে তা থেকে র‍্যাব শিক্ষা নেবে। কাটিয়ে উঠবে তাদের দুর্বলতা। শায়খ, বাংলা ভাইদের গ্রেপ্তার করার পর সরকার বলতে চাইছে জঙ্গি আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে। অনুরোধ থাকবে র‍্যাব যেন এটা বিশ্বাস না করে।

শায়খ আবদুর রহমানের আচরণ দেখে মনে হয়েছে সে রীতিমতো একজন কাপুরুষ। সে জঙ্গি, সন্ত্রাসী... কোনো অর্থেই বড় কিছু নয়। বাংলা ভাই প্রমাণ করেছে যে শায়খের চেয়ে কিছুটা বড়, চতুর। ভেবে দেখা প্রয়োজন, এই দুই নেতা সারা দেশের বোমাবাজদের পরিচালনা করতো কি না। কলকাঠি নাড়ার জন্যে এদের পেছনে কে বা কারা ছিলেন? তারা এখন কোথায়?

ঘুরে ফিরে চলে আসে সেই গডফাদারদের প্রসঙ্গ।

বাংলাদেশের সব সম্ভাবনা যারা বোমাবিদ্ধ করে নস্যাৎ করত চায় সেই সব জঙ্গিদের যারাই প্রশ্রয় দিক, কাজে লাগাক কিংবা ভোটের রাজনীতির জন্য মাঠে নামাক ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে তাদেরই। ফ্রাংকেনস্টাইনরা তাদের সৃষ্টিকর্তাকেই হত্যা করে। বাংলাদেশটা অফিগানিস্তান, লেবানন কিংবা ইরাক হবার আগে জঙ্গিদের পরিচয় ও তাদের গডফাদারদের চিহ্নিত করাটা এখন এদেশের সবচেয়ে জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের সব সম্ভাবনা যারা বোমাবিদ্ধ করে নস্যাৎ করত চায় সেই সব জঙ্গিদের যারাই প্রশ্রয় দিক, কাজে লাগাক কিংবা ভোটের রাজনীতির জন্য মাঠে নামাক ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে তাদেরই। ফ্রাংকেনস্টাইনরা তাদের সৃষ্টিকর্তাকেই হত্যা করে। বাংলাদেশটা অফিগানিস্তান, লেবানন কিংবা ইরাক হবার আগে জঙ্গিদের পরিচয় ও তাদের গডফাদারদের চিহ্নিত করাটা এখন এদেশের সবচেয়ে জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে